বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২ পদকপ্রাপ্ত নারীদের জীবন বৃত্তান্ত

৮ আগস্ট ২০২২

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২ পদকপ্রাপ্ত নারীদের জীবন বৃত্তান্ত

৮ আগস্ট ২০২২

সম্পাদনা পর্ষদ

আহবায়ক — **সাকিউন নাহার বেগম এনডিসি**
নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

সদস্য — **মোঃ তরিকুল আলম**
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
IGA প্রশিক্ষণ প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

সদস্য — **কেয়া খান**
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়)
জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

সদস্য — **মোঃ লোকমান হোসেন**
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
তথ্য আপা প্রকল্প, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

সদস্য-সচিব — **মোঃ আলমগীর হোসেন**
সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রকাশনায় — **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

প্রকাশকাল — ২৪ শ্রাবণ ১৪২৯, ৮ আগস্ট ২০২২

৮ আগস্ট

মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা, অদম্য বাংলাদেশের প্রেরণা

সূচিপত্র

সৈয়দা জেবুন্নেছা হক — বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২, অবদানের ক্ষেত্র : রাজনীতি

সেলিমা আহমাদ (সংসদ সদস্য) — বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২, অবদানের ক্ষেত্র : অর্থনীতি

অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ সাবেক উপ-উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা — বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২, অবদানের ক্ষেত্র : শিক্ষা

মোছাঃ আছিয়া আলম — বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২, অবদানের ক্ষেত্র : সমাজসেবা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য (যুদ্ধকালীন কমান্ডার) — বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২, অবদানের ক্ষেত্র : স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

পটভূমি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ১৯৩০ সালে ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর চিরকালের আদর্শিক সঙ্গী, সহযোদ্ধা, বন্ধু, পরামর্শদাতা, জীবনসঙ্গী, নির্ভরতা ও ভালোবাসার শেষ ঠিকানা। স্বামীর সকল কৃতিত্বে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তিনি বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে অনন্য মহীয়সী নারী।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতিতে তাঁর গভীর অবদান অনস্বীকার্য। জাতির পিতা দেশের স্বার্থে প্রায়ই কারাগারে বন্দি থাকতেন। এই দুঃসহ সময়ে তিনি হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামী ও নেতাদের কারামুক্তিসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন; অন্যদিকে সংসার পরিচালনা, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কলকাতার দাঙ্গা হতে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, ৬-দফা ও ১১-দফার আন্দোলনে নিজের ও পরিবারের অতীব প্রয়োজনকে উপক্ষো করে দেশ ও জাতির সেবাপ্রদানকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি আত্মত্যাগের যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দির জীবন সংশয় থাকা সত্ত্বেও অন্য রাজবন্দির মুক্তি না হওয়ায় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ প্রদান করেন। বঙ্গমাতার সেই সাহসী ও বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্তে সকল রাজবন্দির জীবন রক্ষা হয় একইসাথে স্বাধীকার আন্দোলনেও গতি সঞ্চার হয়। ঐতিহাসিক ৭ মার্চে বাঙ্গালী জাতির মুক্তির যে অনন্য মহাকাব্য বঙ্গবন্ধু রচনা করেন তার নেপথ্যেও ছিল তাঁর সঠিক দিকনির্দেশনা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দি থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও একজন প্রকৃত গেরিলার মত পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে আওয়ামীলীগের জন্য দিক নির্দেশনা পাঠাতেন তিনি। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান অসমান্য ও অবিস্মরণীয়।

বঙ্গমাতা ছিলেন বাংলাদেশের নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। এ উপমহাদেশের প্রথম নারী সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মহিলা আওয়ামী লীগ গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগী, লাঞ্ছিত মা-বোনদের পুনর্বাসনে তিনি ঐতিহাসিক অবদান রাখেন। তাঁর চেতনায় ঋদ্ধ বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বঙ্গমাতা ছিলেন বিশুদ্ধতম বাঙালী মায়ের প্রতিচ্ছবি। অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত বঙ্গমাতা ছিলেন নিরহংকার, আন্তরিক, অমায়িক, নম্র, ভদ্র ও অতিথি পরায়ণ। সন্তানদেরকে সুশিক্ষিত, উন্নত মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন এবং সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলেছেন তিনি। তাঁর সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আজ বিশ্বের বিস্ময়, উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

বঙ্গমাতার এই সংগ্রামী জীবন, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, ত্যাগ ও সাহসিকতা বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীর কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। সরকার বঙ্গমাতার অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজসেবা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, গবেষণা, কৃষি এবং পল্লী-উন্নয়ন এই ৮টি ক্ষেত্রে নারীদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ২০২১ সাল হতে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব' শীর্ষক রাষ্ট্রীয় পদক প্রবর্তন করেছে। নারীদের জন্য 'ক' শ্রেণীভুক্ত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক হিসেবে প্রতিবছর ৫ জন নারীকে ৮ আগস্ট বঙ্গমাতার জন্মদিবসে ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ৪০ (চল্লিশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, ৪ (চার) লক্ষ টাকার ক্রসড চেক এবং একটি সম্মাননা সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হচ্ছে।

সৈয়দা জেবুন্নেছা হক

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২
অবদানের ক্ষেত্র : রাজনীতি

সৈয়দা জেবুন্নেছা হক ১৯৪৪ সালের ০১ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার স্বামী বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম সৈয়দ এনামুল হক। তার পিতা মরহুম সৈয়দ আব্দুল মান্নান এবং মাতা মরহুমা সৈয়দা উম্মেদাতুন্নেছা। তিনি অঙ্গীকার জনকল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০১৪ ইং সাল পর্যন্ত ০২ (দুই) বার জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনীত হন।

তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রেখেছেন। তিনি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অসহায় মহিলাদের অধিকার আদায় ও নারীর ক্ষমতায়নের গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার "বেগম রোকেয়া পদক ২০১২" সম্মানে ভূষিত হন।

তিনি সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ এর উপদেষ্টা। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভানেত্রী ও উপদেষ্টা এবং সিলেট জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী। তিনি সাবেক মহিলা সম্পাদিকা সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ (১৯৭২-১৯৯৬) এবং মহকুমা আওয়ামী লীগ (১৯৬৫-১৯৭২)। তিনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য (১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০১৪)। তাছাড়া তিনি জাতীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ পরিষদে ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

"রাজনীতি ও সমাজসেবা" এর ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ২০০৬ সালে রত্নগর্ভা ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'রত্নগর্ভা পদক ২০০৬' এ ভূষিত হন। উপরন্তু মা দিবসে সিলেট জেলা প্রশাসন কর্তৃক তাকে 'জেলা প্রশাসন সম্মাননা ২০১২' পদক প্রদান করা হয়। অধিকন্তু মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন কর্তৃক মা দিবসে তাকে 'জেলা প্রশাসন সম্মাননা ২০১৩' এ ভূষিত করা হয়। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তার জীবনব্যাপি অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সৈয়দা জেবুন্নেছা হক কে "রাজনীতি" ক্ষেত্রে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২', প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সেলিমা আহমাদ
(সংসদ সদস্য)

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২
অবদানের ক্ষেত্র : অর্থনীতি

সেলিমা আহমাদ ১৯৬০ সালের ০৭ জুলাই কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার পাথালিয়াকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম একেএম ফজলুল হক এবং মাতা মরহুম রহিমা হক। তার স্বামীর নাম আব্দুল মাতলুব আহমাদ। তিনি খুলনার ফাতেমা হাইস্কুলে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। হলিক্রস ঢাকা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক এবং আয়ারল্যান্ডে বিভিন্ন ফেলোশীপ এবং সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং নিটল-নিলয় গ্রুপের ভাইস চেয়ারপারসন।

তিনি নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাদের আর্থিক সংস্থান ও পণ্য বিপণনে সহায়তা করে নারীদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সাহায্য করেছেন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিনি ২০০১ সালে বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৭০০০ এর অধিক নারী উদ্যোক্তা তৈরি করেন।

তিনি কুমিল্লা ২ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য। এছাড়া তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উপরন্তু তিনি টেকসহ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত থেকে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। এ সকল সংস্থাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:- ইউএন উইমেন, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, দি ইন্টারন্যাশনাল এ্যালায়েন্স অব উইমেন, কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট, উইমেনস ডেমোক্রেসি নেটওয়ার্ক, গ্লোবাল এন্টারপ্রেণারশিপ কাউন্সিল, এশিয়া সোসাইটি উইমেন লিডারস অব নিউ এশিয়া ইত্যাদি।

সেলিমা আহমাদ সার্ক সিসিআই এর কার্যনির্বাহী সদস্য। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ২০১৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট্রের ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি টেকসই উন্নয়নের বিষয়গুলির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা), সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালোগ, এনজিও সাসটেইনেবিলিটি ইত্যাদি।

সেলিমা আহমাদ নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: অসলো বিজনেস ফর পিস পুরস্কার ২০১৪, লিডারশীপ চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার ২০২০, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার ২০১২, প্রিয়দর্শিনী পুরস্কার ২০১২, জিনজেকির্ক প্যাট্রিক পুরস্কার ২০১৩ ইত্যাদি।

ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প কলকারখানায় নারী উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর অবদান বিবেচনায় সরকার সেলিমা আহমাদকে "অর্থনীতি" ক্ষেত্রে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২', প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ

সাবেক উপ-উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২
অবদানের ক্ষেত্র : শিক্ষা

অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ ১৯৪৯ সালের ০৩ জুলাই কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার শ্রীপুর চা-বাগান এলাকা। তার পিতা নুর উদ্দীন আহমদ এবং মাতা বদরুন্নেসা আহমদ। তার স্বামী ইমরান আহমেদ এমপি।

অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ একজন সফল এবং মেধাবী শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক, গবেষক, রাজনীতিক এবং লেখক। তিনি বঙ্গবন্ধুর উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (মুক্তিযুদ্ধ, প্রবাসী কল্যাণ, স্বরাষ্ট্র) প্রকাশনার সম্পাদনা কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস পুস্তকের রিভিউ কমিটির সদস্য।

তিনি ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হলিক্রস কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগ হতে সম্মানসহ মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ইন ডেমোক্রেসি বিষয়ে দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরবর্তীতে 'ডক্টর অব ফিলোসফী' ডিগ্রী অর্জন করেন।

নাসরীন আহমাদ ১৯৭৪ সাল হতে শিক্ষার সাথে জড়িত। প্রথমে সরকারি কলেজে, পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যসহ তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠা ও সম্মানের সাথে। চাকুরী জীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রশাসনের অংশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড (এনসিটিবি) এর জন্য ভূগোলের পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু উন্নয়নের কাজ করেছেন।

তিনি উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) হিসেবে ০২ (দুই) মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০-২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি Earth & Environmental Science অনুষদের ডীনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ এবং প্রকল্প পরিচালক ছিলেন (২০০১-২০০৫)।

নাসরীন আহমাদ ভূগোল, পরিবেশ, ভূমিহীনতা সংক্রান্ত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পাবলিকেশনে ৩৫ এর বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। এছাড়া Bangladesh Geographical Society (BGS) এর ৫ টির বেশি বই লেখার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইংরেজী সংবাদ পাঠক; যেখানে তিনি জেরীন আহমাদ নামে পরিচিত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু'র নির্বাচিত কমনরুম সেক্রেটারী (১৯৭০-১৯৭১) ছিলেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, সিন্ডিকেট ও শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সদস্য। তিনি সদস্য হিসেবে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সেন্ট্রাল উইমেনস ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব গর্ভনর্স এর চেয়ারপার্সন। তিনি Padma Bridge Committee for NGO Recruitment for Resettlement Implementation & for Environment, Health & Safety জাতীয় কমিটির সদস্য।

আজীবন শিক্ষানুরাগী নাসরীন আহমাদ কে বাংলাদেশের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রসারে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "শিক্ষা" ক্ষেত্রে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২', প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মোছাঃ আছিয়া আলম

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২
অবদানের ক্ষেত্র : সমাজসেবা

মোছাঃ আছিয়া আলম ১৯৪৭ সালের ০১ নভেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন ইসলামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাজী তায়েব উদ্দিন এবং মাতার নাম মৃত তমিজা খাতুন। তাঁর স্বামীর নাম খোরশেদ আলম।

মোছা: আছিয়া আলম তৃণমূল পর্যায় হতে রাজনীতি শুরু করেন। জনপ্রিয় এ রাজনীতিবিদ মিঠামইন সদর ইউনিয়ন পরিষদে ১৯৯২ সালে প্রথমবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০০৩-২০১১ মেয়াদে পুনরায় উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে তিনি জনপ্রিয়তা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে আরো বৃহত্তর পরিমন্ডল তথা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত পদে সমাসীন রয়েছেন।

কর্তব্যনিষ্ঠা ও দক্ষতার জন্য তিনি ১৯৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি দারিদ্র দূরীকরণে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। অনগ্রসর হাওর এলাকার শিক্ষার প্রসারে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তিনি। উপজেলার একমাত্র সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার পাশাপাশি তিনি নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এলাকার প্রত্যেক গ্রাম ও প্রতিষ্ঠানে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। যৌতুক নিরোধেও তিনি অসামান্য ভূমিকা রাখেন। তিনি নারী ও শিশু পাচার রোধে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৮ সালে প্রিন্সেস ডায়ানা স্বর্ণপদক লাভ করেন।

গণমানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দলীয় কোন্দল দূরীকরণে তিনি অসমান্য অবদান রাখেন। ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মানব কল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু সম্মাননা পদকে ভূষিত হন।

সমাজসেবা, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মোছাঃ আছিয়া আলম কে "সমাজসেবা" ক্ষেত্রে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২', প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য

(যুদ্ধকালীন কমান্ডার)

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২

অবদানের ক্ষেত্র : স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য ১৯৫৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার লাটঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিপদ বৈদ্য এবং মাতার নাম শ্রীমতী সরলাময়ী বৈদ্য। তিনি শিক্ষা জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড, এম.এড ডিগ্রীও অর্জন করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে কোটালীপাড়ায় ঐতিহাসিক জনসভায় বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দের সাথে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন এবং আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় রাজনীতিক হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী/৭১ গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চলে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং একমাত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে তিনি ১৯৭২ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত কোটালীপাড়া থানা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, বরিশাল মহিলা কলেজের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৪-১৯৮২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল শাখা ছাত্র লীগের সভাপতি ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা এবং জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় হত্যার প্রতিবাদ স্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য ৪ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভানেত্রী হিসেবে রোকেয়া হল হতে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন।

তিনি ১৯৮৩-২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০১৩ সাল হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ কৃষক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য রাজনীতির পাশাপাশি সমবায় আন্দোলনে জড়িত হন। তিনি কোটালীপাড়া থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (টিসিসিএ) গোপালগঞ্জ (১৯৮০-৮১) রুরাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার (আরডিও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে কোটালীপাড়া থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (টিসিসিএ), গোপালগঞ্জ এর নির্বাচিত সভানেত্রী হিসেবে (১৯৮০-১৯৮৪) কাজ করেন। তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায়ী হিসেবে ১৯৮৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনে (কেন্দ্রীয়) নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট (১৯৯৩-১৯৯৭) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য ১৯৮৩ সাল থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সমবায় আন্দোলনের পাশাপাশি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'সূর্যমূখী সংস্থা' গঠন করেন। এই সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৮টি জেলায় ৪২টি উপজেলায় হতদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে

কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছেন। বর্তমানে এই সংস্থার উপকারভোগী সদস্য সংখ্যা ২,৭৫,০০০ (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) পরিবার। এছাড়া তিনি সমাজসেবামূলক কাজে একাধিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ রাসেল স্মৃতি মেমোরিয়াল সংস্থা, পল্লী মানবিক উন্নয়ন সংস্থা, নিডস বাংলাদেশ লিঃ এবং মাইনোরিটি সেল্ফ এমপাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশন সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য ১৯৯৫ সালে কোটালীপাড়ার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নে নারী শিক্ষার উন্নয়নে গড়ে তোলেন 'সরলাময়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়'। সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠিত সূর্যমুখী সংস্থা পরিচালিত ৫১ টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র কে সরকারি প্রাইমারী স্কুল হিসেবে জাতীয়করণ করেছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য তাঁর জীবনব্যাপি বিভিন্ন কার্যাবলির জন্য দেশে এবং বিদেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে অসংখ্য পুরস্কার এবং সম্মাননায় ভূষিত হন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীতে সরাসরি গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অর্জন করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানের সম্মান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য কে "স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ" ক্ষেত্রে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২২', প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক- ২০২১ পদকপ্রাপ্ত নারীদের জীবন বৃত্তান্ত

৮ আগস্ট ২০২১

	বীর মুক্তিযোদ্ধা **অধ্যাপক মমতাজ বেগম** (মরণোত্তর)	ঠিকানা ঃ গ্রাম- শিমরাইল, থানা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া	**অবদানের ক্ষেত্রঃ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ**
	জয়া পতি (মরণোত্তর)	ঠিকানা ঃ উপজেলা- মির্জাপুর জেলা- টাঙ্গাইল	**অবদানের ক্ষেত্রঃ শিক্ষা**
	মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম	ঠিকানা ঃ গ্রাম- পিপুলি পাড়া উপজেলা- সাঁথিয়া জেলা- পাবনা	**অবদানের ক্ষেত্রঃ কৃষি ও পল্লিউন্নয়ন**
	বীর মুক্তিযোদ্ধা **অধ্যক্ষ জোবেদা খাতুন পারুল**	ঠিকানা ঃ কুমিল্লা	**অবদানের ক্ষেত্রঃ রাজনীতি**
	নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ)	ঠিকানা ঃ গ্রাম- নাগরা জেলা- নেত্রকোণা	**অবদানের ক্ষেত্রঃ গবেষণা**

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.mowca.gov.bd